কালের কণ্ঠ

তারিখ 9 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

ছাত্রদের চুল কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষক

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

চুল বড় রাখায় ছাত্রদের চুল নিজেই কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে সাটুরিয়া উপজেলার দিঘুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অভিভাবকদের অভিযোগ, এটা প্রধান শিক্ষকের বাড়াবাড়ি। তবে প্রধান শিক্ষক সামসুন্নাহার বলেছেন, ছাত্রদের ভালোর জন্যই তিনি এই কাজটি করেছেন।

ওই স্কুলের ছাত্র ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ক্লাস চলাকালে প্রধান শিক্ষক সামসুন্নাহার চতুর্থ শ্রেণিকক্ষে ঢোকেন। তিনি ওই ক্লাসের প্রায় ২৫ জন ছাত্রের চুল বড়, এই কথা বলে কাঁচি দিয়ে এবড়োখেবড়ো করে তাদের চুল কেটে দেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরে সেলুন থেকে চুল কাটিয়ে আসবে বললেও তিনি তা মানতে রাজি হননি। এ সময় বেশ কয়েকজন ছাত্র ক্লাসরুম থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বেশ কয়েকজন অভিভাবক স্কুলে গিয়ে এর প্রতিবাদ করলে প্রধান শিক্ষক ভুল হয়েছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

> অভিভাবকদের অভিযোগ এটা প্রধান শিক্ষকের বাড়াবাড়ি

প্রধান শিক্ষকের হাতে চুল কাটা পড়েছে এমন কয়েকজন হচ্ছে সজিব, আসিফ, আরিফ, স্বপন, মনজুর ও সানোয়ার। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের চুল খুব একটা বড় ছিল না। তার পরও কেন যে প্রধান শিক্ষক তাদের চুল কেটে দিলেন তা তারা বুঝতে পারছে না। আরিফ হোসেনের মা পারুলি বেগম বলেন, 'তাঁর ছেলেকে ১৫ দিন অন্তর চুল কাটিয়ে আনেন। তার পরও যদি অভিযোগ থাকত তা আমাদের জানাতে পারত।' সানোয়ার হোসেনের চাচা শুকুর আলী বলেন, প্রধান শিক্ষকের উচিত প্রথমে অভিভাবকদের জানানো। কিন্তু তিনি কোনো ব্যাপারেই অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেন না। কোনো বিষয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি ভালো ব্যবহারও করেন না।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাত্ররা কেউ কেউ বড় চুল রেখে তাতে আবার রং লাগায়। ছাত্রদের রং লাগানো চুল কেটে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু যারা রং লাগানো চুল ছেঁটে আসেনি, বাধ্য হয়ে তাদের চুল কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক দাবি করেন, এতে স্কুলের পরিবেশ ভালো হবে।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাকির হোসেন জানান, তাঁদের না জানিয়েই প্রধান শিক্ষক একক সিদ্ধান্তে এই কাজটি করেছেন। স্কুল খুললে (শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকে) বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

সাটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাবেরা সুলতানা বলেন, প্রধান শিক্ষক এমনটি করতে পারেন না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি জানান।